"শ্রীশ্রীমেহার-মাহাত্ম্য" নামক সাধনতত্ত্ব-বিষয়ক

নবন্যাসগ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীমৎ সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়

বিরচিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকালী-পদাবলী

কলিকাতা

৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,

জি, এন, মুখার্জি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২২ সাল.

[মূল্য ৵০ এক আনা মাত্র]

"শ্রীশ্রীমেহার-মাহাত্ম্য"

ভক্তিরসাত্মক গদ্যপদ্যময় উপন্যাস গ্রন্থ।

মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীমৎ সরোজনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

এই অপূর্ব্ব অভিনব গ্রন্থ সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের অভিমত :—

হিতবাদী—৫ই চৈত্র, ১৩২১। "* * *গ্রন্থকার হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব বিশদভাবে বুঝাইয়া সাকারোপাসনার উপযোগিতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। বর্ণনায় লেখকের বিশেষ কৃতিত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। * * * কবিতাগুলিও তাঁহার কবিত্বের নিদর্শন। * * * আমরা শ্রীশ্রীমেহারমাহাত্ম্য পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি।

বঙ্গবাসী—৬ই চৈত্র, ১৩২১। "* * * লিপিপদ্ধতিতে একটা নূতন ঢং আছে। ভাষা মার্জ্জিত, সরস ও সবল। সর্ব্বানন্দের জীবন-কাহিনী কহিতে গ্রন্থকার সুচারু ভাষাভঙ্গিতে ধর্ম্মতত্ত্ব কহিয়াছেন। এ গ্রন্থ সত্য সত্যই সুপাঠ্য। এমন গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্য হয় কি? এখন ত আর সেকাল নাই।"

The Bengalee—March 27, 1915. "Mehar-mahatmya is a novel based on what is called by the author as the supernaturtl experiences of this famous devotee (Sarvananda Sarvabedya). * * * * Many problems of profoundly spiritual significance have been treated in this book. Its readers will therefore find this publication at once a charming book of romance and a repository of learned theological discussions. Already well known as the author of the "Life of Ramesh Chandra Dutt" in Bengali, the writer Babu Sarojnath adds to his credit one more coveted laurel in the Bengali Literature.—"বেঙ্গলী—(বঙ্গানুবাদ) শ্রীশ্রীমেহারমাহাত্ম্য শ্রীমৎসর্ব্বানন্দ সার্ব্ববেদ্য নামক প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের সাধন ও সিদ্ধিলাভ বিষয়ক একখানি নবন্যাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বহুবিধ গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে ; একারণ গ্রন্থখানি যুগপৎ নবন্যাসের অলৌকিক মনোহারিত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের পাণ্ডিত্য-পরিচায়ক মীমাংসা, এই

উভয়বিধ রত্নের আকারস্বরূপ হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীমৎ সরোজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইতঃপূর্ব্বেই বঙ্গ ভাষায় "রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন-চরিত" গ্রন্থ লিখিয়া সুধীসমাজে সুপরিচিত ; এইবার তিনি বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে পুনরায় বহুজন-বাঞ্ছিত জয়মাল্য লাভ করিলেন সন্দেহ নাই।

আনন্দবাজার পত্রিকা— ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।—"* * * বর্ণনা এরূপ লিপি-কুশলতার পরিচায়ক যে গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। গ্রন্থে অলৌকিক শক্তির লীলা এবং ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সমাবেশ হইয়াছে। ভাষা সরস সুন্দর মার্জ্জিত এবং অভিনব। রচনারীতির একটি নূতন লীলা-প্রবাহ আমরা এই গ্রন্থে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং গ্রন্থখানি যে সর্ব্বাংশেই হিন্দুজনসাধারণের সুপাঠ্য এবং আলোচ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও একটি বিশেষ কথা এই যে, গ্রন্থকার মেহার-মাহাত্ম্যের বর্ণনাচ্ছলে হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এবং তৎসম্বন্ধে সংশয়াত্মক ব্যক্তির সংশয় জাল ছিন্ন করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।"

The Amritabazar Patrika—May 8, 1915.—"* * * * As the author of the 'Life of Ramesh Chandra Dutt,' Babu Sarojnath Mukhurji has acquired a name in the field of Bengali literature, and this new contribution is sure to earn him fresh literary reputation. * * *" অমৃতবাজার পত্রিকা (বঙ্গানুবাদ ; শ্রীমৎ সরোজনাথ মুখো-পাধ্যায় মহাশয় 'রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন চরিত' লিখিয়া ইতঃপূর্ব্বেই বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে খ্যাতনামা। এই নূতন গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীমেহার মাহাত্ম্য) আবার তাঁহার এক নূতন কীর্ত্তি, সন্দেহ নাই।"

চব্বিশ পরগণা বার্ত্তাবহ—১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।—"* * * এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে, গ্রন্থকার সহৃদয় ভক্ত পুরুষ। ভক্তের নিকট ভক্তের লেখা নিশ্চয়ই সমাদৃত হইবে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম।"

পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা ঃ—

ম্যানেজার, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি,	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা।	২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমৎ সরোজনাথ মুখোপাধ্যায় বিরচিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকালী-পদাবলী।

বাগ্‌দেবী বন্দনা।

(ভৈরব ঝংলা, একতালা)

এস সারদে শ্বেতবরণি ;
সদা অসার রসেতে, অবিদ্যা বশেতে, বিষয়-বিষেতে জ্বলি জননি।
হ'ও না কৃপণা, তারো কৃপাকণা বিতরি কাতরে তারিণি,
করি অবিদ্যা বিনাশ, সুবিদ্যা বিকাশ কর দিয়ে চরণতরণি ॥
শুনি দেহমধ্যে আছ বিদ্যমান, আমি কিন্তু মা তোর না পাই সন্ধান,
অন্ধমতি অতি অজ্ঞান সন্তান, ওমা জ্ঞানদায়িনি ;
একাক্ষরে কত সুধা ক্ষরে মা তোর করে যে করে বীণাধ্বনি,
ও সে প্রণব-ঝঙ্কার অন্তিমে একবার শুনা'ও 'সরোজ'-বাসিনি। ১ ॥

(শ্রীরাগ, সুরফাক্তা)

নিত্য নিরঞ্জন হে ;—
সত্য সনাতন, দৈত্য-নিসূদন দেব হবে।
যদুপতি জগদীশ্বর, জগতাং গতি জীবনম্,
যশো গায়তি শ্রীসরোজঃ শ্রীরাগং সুরসুন্দরম্। ২ ॥

[শুকদেব বন্দনা]

(বসন্তবাহার, সুরফাক্তা।)

বন্দে—মুনিজনগণ-নায়ক চারু হরিগুণগায়ক-শুকদেবম্,
দ্বৈপায়ন-জীবনধন যোগিবর-যোগানন্দম্ ; বন্দে।
বিগত-বিমোহ-ভী-মদ-কামক্রোধম্ প্রযত-যোগব্রত-ধারণম্,
সম-সুখদুখ-শীতাতপ-ভ্রম-দ্বন্দাতীত মুনীন্দ্রম্ ; বন্দে ॥
হরিনামামৃতরস-মগন-সঘন-ঘন হরে হরে হে মুরারে বদন্তম্,
মুহু মুহু মুহু মাধব মধুসূদন মধুর-নদন্তম্ ;
দর দর দর ধার-ললিত-গলিত-যুগল-লোল লোচনম্,
দেহি সরোজে শুকদেব শ্রীপদরজঃ—
ভবভীষণবিপদ-বিমোচনম্ ; বন্দে। ৩ ॥

(খটভৈরবী, একতালা।)

জয় যাদব যদুনন্দন জগবন্দন বনচারী,
(চারু) চন্দন-ঘন-চর্চ্চিত-তনু যোগিজন-মনোহারী।
বৃন্দাবন-পূর্ণচন্দ্র জয় শ্রীনন্দনন্দন,
(হরি) দীনবন্ধু দয়ার সিন্ধু সুন্দর গিরিধারী ॥
গোকুল-কুলকামিনী-মনোমোহন বনমালী,
রাধাধর-গলিত মধুর সুধারস পানশালী,
(কিবা) খঞ্জনযুগ নয়নে নাচে, নিরখি নারীর প্রাণ কি বাঁচে,
সাধে কি গোপীর কুলমান গেছে, বারেক রূপ নেহারি ॥
(কিবা) কাঞ্চনমণি মাণিকময় নূপুর শ্রীপদে সাজে,
(পেয়ে) ও চরণ-রেণু, পুলকিত-তনু, রুণুঝুনু ঘন বাজে ;—

পীতাম্বর-ধর কদম্বতরুর মূলে মুরারি,
কিশোরি কিশোরি কিশোরি বলিয়ে বাজায় মোহন বাঁশরী ;
স্বরে উড়ু উড়ু প্রাণ কেমন করে, অবলা কেমনে রহিবে ঘরে,
সরোজে মজালে দ্বিদল মাঝারে পলকে ঝলক মারি। ৪ ॥

(খটভৈরবী, একতালা)

শঠলম্পট নটনাগর, রসসাগর গিরিধারী,
(ব্রজ) ঘাটবাটতট বংশীবট সঙ্কট-বনচারী।
অঞ্জনরেখা-রঞ্জিত কিবা খঞ্জন-আঁখিযুগল,
লাজভঞ্জন চিতরঞ্জন করে, মন যেন তাহে পাগল,
(কিবা) ঈষৎ হাসিতে বাঁশিতে গান, নাশিতে গোকুল-কুলবধূ-মান,
সাধে কি প্রাণ চরণে দান করিলা কুলের নারী ॥
হেরি, চন্দন-চারুচর্চ্চিত দেহ মূর্চ্ছিত মনসিজ,
তাহে, নীল নবীন নীরদ-বরণ তরুণ বিনোদ সাজে রে ;—
(শ্যামের) দুচরণ করে সুনখ-নিকরে নিশাকরে করে বাস,
স্বরূপ সেরূপ, কিবা অপরূপ, কোটি শশী পরকাশ রে ;—
কালমুখে ভাল অলকা-আলোক, তিলকে মোহিত ত্রিলোক,
(গোপীর) ধরম সরম রহে না, সহে না হিয়ায় সে কাল ঝলক,
(হেরি) পুলকে চকিত পাগল-চিত ধাওল ব্রজবালক,
(হরি) রাখাল-সাজ রাখাল মাঝ মুকুন্দ মুরারি ॥
কটিতটে ধটী পরিপাটী নবনাটক যমুনাতটে,
করেতে কেয়ূর শিরেতে ময়ূর-পুচ্ছেতে চিত উচ্চাটে,
মধুর অধর সুধার আধার ব্রজবধূর অধিকার বটে,
হৃদি-সরোজে পদ-সরোজ দেহি ব্রজবিহারি। ৫ ॥

(খটভৈরবী, একতালা)

কে বিরাজে ও ব্রজরাজ-ভবনে ভুবনমোহন মুরতি,
রতিপতি পরাজিত, হৃদে বিরাজিত রঞ্জিত মতি-ভাতি।
সুন্দর অরবিন্দবর-বিনিন্দিত কর-শ্রীপদ,
জগবন্দন যোগানন্দপ্রদ সে শ্যামপদ সুরসম্পদ,
অরুণ-বরণ ও চরণপরে, রুণু রুণু বাজে স্বরণ নূপুরে,
নখরনিকরে নিশাকরে করে সমবিভা দিবারাতি ॥
ভূলোকে এলো কে বালক ওই গোলক করি নিরালোক,
অলকা-তিলক-ভালক ভাল ভূতলে ত্রিলোক-পালক,
(শ্যামের) ও বনমালায় ভুবন ভুলায়, নয়ন-হেলায় কুলমান লয়,
হেরিলে কালায়, ত্রিতাপ-জ্বালায় হরি লয় রূপজ্যোতি ॥
তাম্বুল-রস-বিম্বিত কিবা বিম্ব-অধর-মাধুরী,
সুরাসুরনর-মুনিমনোহর নেহারিনু রূপ আ'মরি,
অবোধ সরোজ হে ব্রজবিহারি, অধীর মধুব অধর হেরি,
হই যদি ব্রজগোপের ঝিয়ারি, (রই) ওই সুধাপানে মাতি। ৬ ॥

(খটভৈরবী, একতালা)

(বুঝি) ভূতলে শশী ভাতিল আসি, কে ও রূপসী কাননে,
কি সুবঙ্গে তড়িত অঙ্গে জড়িত, পীড়িত অনঙ্গ-বাণে।
(কভু) মলিন বয়ান, ধূলিতে শয়ন, মুদিত নয়নপত্র,
(ধূলি) বিলীন কেশ, মলিন বেশ, জীবন শেষ মাত্র,
(কভু) খল খল খল বিকল হাস, কভু বা হর্ষ কভু বা রোষ,
(কভু) লগন দশন সঘন শ্বাস, (হেরি) ত্রাস বিশ্ব মানে ॥

(কভু) হিন্তাল-তল-তাল-তমাল-মাধবী-মূলে ধায়,
হা হা মাধব প্রাণ-মাধব বলি অমনি ধূলি লুটায় রে ;—
(কভু) যমুনারি বারি পারে নেহারি মথুরারি পানে চায়,
(যায়) ঝাঁপ দিতে জলে সখি ধরে কোলে, অমনি জ্ঞান হারায় রে ;—
(কভু) মঞ্জুল কলকুঞ্জ মাঝারে কুঞ্জরগতি ধায়,
হা হা কেশব প্রাণকেশব বলি কানুধন-গুণ গায় রে ;—
(ধনি) চঞ্চলে চলে, অঞ্চল ঝোলে, (যেন) বঞ্চিতমণি নাগিনী,
(মদ-) মত্ত ভঙ্গি মাতঙ্গিনী, সঙ্গেতে শত সঙ্গিনী ;
(কে রে) শোকসিন্ধু-অকূল সলিলে ভাসে কনক-পদ্মিনী ;
(রাধে) ভব-আরাধ্যে, শ্রীপাদপদ্মে সরোজ সঁপেছে প্রাণে। ৭ ॥

(খটভৈরবী, একতালা)

[শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা দর্শনে শ্রীরাধিকার গমন]

থির দামিনী সুর-ভামিনী সম যামিনী-অবসানে,
ব্রজকামিনী গজগামিনী যায় গুণমণি-দরশনে।
আধ কলেবরে বসনে আবরে, আধ সুধু উলঙ্গিনী,
আধ-মুক্ত কেশযুক্ত, আধ বেণী ভুজঙ্গিনী,
আধ আঁখিতে উজলে কাজল, আধ অশ্রু জলেতে ভিজিল,
(ধনি) আধ জীবন আধ মরণ পরাণ-বঁধূ-অদর্শনে ॥
আধ চুচুকে কাঁচুলি রচিত, খচিত রতন-পাঁতি,
আধ আগল, সাধে কি পাগল সে রূপে গোলোকপতি,
আধ-দুলিত আধ-গলিত, গলে গজমতি মাল ললিত,
(ধনি) আধ-টলিত আধ-চলিত মথুরারি পথপানে ॥

ধাওল শত সঙ্গিনী সাথে কিশোরী কেশবরঙ্গিণী,
বরেখা ঋতু আগতে যথা মত্তযূথে মাতঙ্গিনী,
ঘন হাহাকারে পূরে আকাশ, অনল জিনিয়া সঘন শ্বাস,
বুঝি বা বিশ্ব হয় বিনাশ, ত্রাস সরোজ-প্রাণে। ৮॥

(কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর)

সখি কাজ কি আর গৃহ-বাসে ; গ্রহবশে যদি হারালাম সেই পীতবাসে।
খোল্ খোল্ সখি কবরী-বন্ধন, খুলেছে গোপীর প্রেমের বন্ধন,
ও বেণীবন্ধন যাঁর নিবন্ধন, ব্রজের জীবনধন জগত-বন্দন
সে যদুনন্দন বিনা বৃন্দাবন (বুঝি) নিরানন্দ-নীরে ভাসে॥
মুছি আঁখি জল, চল্ সখি চল্, দেখিগে গোকুল-চাঁদে,
হেরিব না আর, হেরি একবার দুনয়নে মন সাধে,
ও সেই নয়ন চাঁদে (হেরি) দুনয়নে মন সাধে ;—
চল্ ধরিগে শ্রীপদে,—
ও সেই বিপদ্‌বন্ধু প্রেমসিন্ধুর ধরিগে শ্রীপদে ;—
(করি) আঁখিনীরে প্রক্ষালন, কেশেতে মুছায়ে চরণ,
(আমরা) জানাব হৃদয়ের বেদন,
(করবো) অভয় পদে এই নিবেদন,
ক'বো কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,—
নিদয় হ'ওনা, যেওনা প্রাণ-বঁধু, ক'বো কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
(আজ) রাখ রাখ প্রাণ প্রাণনাথ, ক'বো কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
জন্মের মত শ্রীপাদপদ্ম ধরবো হৃদিপদ্মে ;—

আয় আয় তোরা ত্বরা করি আয়, যায় যায় প্রাণ, প্রাণনাথ যায়;
সরোজ বুঝায় বৃকভানুজায়,—
কিশোরি স'পেছে কুলমান যাঁয়,
দু'কূল মজায়ে ঐ কালা যায়, (বুঝি) কুবুজায় মজিবার আশে। ৯॥

(খটভৈরবী, একতাল।)

[শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের প্রশ্ন]

হে অনন্ত অনাদি কান্ত, হরি হে অন্ত তব কে জানে,
কত তন্ত্র মন্ত্র ভ্রান্ত, ভাবেন ভবানীকান্ত ধ্যানে।
কেন বা সৃজন, কোন্ প্রয়োজন, কেন আয়োজন পালনে,
কেন বা নিধন করিছ সাধন বংশীবদন কে জানে;
(হরি) কেন বা জীবের জনম মরণ,
গমনাগমন কেন অকারণ,
বল বিবরণ ও কালবরণ কাতরে করুণা দানে॥
চাহি এ ভিক্ষা, দেহি মে শিক্ষা, বিপদে রক্ষা কর নাথ,
লইনু দাস্য, হইনু শিষ্য, তারো হরি করি কৃপাপাত;
সাধি হে সতত, সময় অতীত, বিপদে পড়িয়ে শ্রীপদে পতিত,
(তুমি) পতিত পাবন, পুরাণে কথিত, সরোজ ব্যথিত প্রাণে। ১০॥

(হাম্বীর-খাম্বাজ মিশ্র, একতালা)

শ্রীমাধব রাধাকান্ত; বংশীবদন, কংস-নিধন, মধুসূদন অনন্ত।
নবঘন-ঘন-নীলবরণ, চরণে তরুণ অরুণ-কিরণ,

পরিহিত চারু পীতবসন, দরশনে হরে জ্ঞান,—

রাম রাম বামন মনোমোহন ঘন শ্যাম ;

সা রা গা মা পা ধা নি সা
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ হে,
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রাম হে,

রেখ হে অন্তে চরণ-প্রান্তে, সরোজ সুপথ-ভ্রান্ত। ১১ ॥

(হাম্বীর-খাম্বাজ মিশ্র, একতালা)

জয় শ্রীরাধে শ্রীগোবিন্দ ; যুগল সাজে সদা বিরাজে বৃন্দাবন-আনন্দ।

রাই স্বরণ-বরণ তড়িত, শ্যাম সজল জলদে জড়িত,

সুচারু বসন ভূষণ ভূষিত ঈষৎ হসিত ঠাম,—

আধা আধা মাধব রাধা কিশোরী কিশোর শ্যাম,—

জয় বৃকভানু-নন্দিনী জগবন্দন শ্রীমুকুন্দ ॥

অধরে অধর মধুর রঙ্গ, নয়নে নয়ন অঙ্গে অঙ্গ,

প্রেম-তরঙ্গে রাই ত্রিভঙ্গ হানে অনঙ্গ-বাণ,—

অন্তে ভ্রান্ত জনে শ্রীকান্ত ক'রো একান্ত দান

যুগল বেশে জীবন-শেষে সরোজে পদারবিন্দ। ১২ ॥

(ঝংলা, বৈতালিক ; সিদ্ধসঙ্গীত)

আজ কি হেরিলাম রে, যমুনা-পুলিন-কাননে ;

(মুখে) মধুর হাসি সুধারাশি, মোহনবাঁশী ও তার বিধুবদনে।

নব নটবর-নাগর-বেশ, নলিন-নয়ন অনিমেশ,
(মুখ-) কমলে ভ্রমরশোভা অলকারি কেশ, শ্রীচরণ দিয়ে চরণে ॥
অধরে তাঁবুল-রাগ, পরাণে লাগিল দাগ,
(আমার) কি কাজ গৃহ যোগ যাগ, (যাই) পড়িগে সেই চরণে। ১৩॥

(বসন্তবাহার, কাওয়ালি)

[নিশুম্ভের উক্তি]
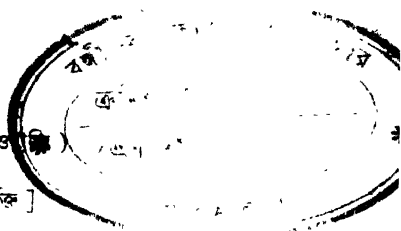
কার বামা এলো এলকেশে ;—
রণ বেশে, (হয়ে) উলঙ্গিনী অসি ধ'রে অসুর বিনাশে।
শব-হর-হৃদি পরে শোভে পদ সুকোমল,
অমরে পূজেছে তায় দিয়ে শত শতদল,
দশনখে দশ শশী প্রকাশিত সমুজ্জ্বল,
(তাহে) স্বরণ নূপুর বাজে মরি কি উল্লাসে ॥
জানু পরে প্রবাহিত দনুজ-রুধির-ধার,
কটিতে নৃকর আঁটা গলে নরশির-হার,
গতাসু যুগল শিশু করণে দোলে বামার,
বিকট-দশনা কালী অট্ট অট্ট হাসে ॥
ভীষণ শোণিত-মাখা কি রসনা লক্ লক্,
ওকি ওকি দেখি ভালে, ওকি জ্বলে ধক্ ধক্,
এ কি ভয়ঙ্কর ঘোর হুহুঙ্কার !
(আজ) হেরিয়ে বামারে কেন প্রাণ কাঁপে ত্রাসে ॥

শুন হে দনুজরাজ সরোজের নিবেদন,
অসি-মুণ্ড-বরাভয় চতুর্ভুজে সুশোভন,
(মায়ের) চরণে কৈবল্যধাম, (কালী) কৈবল্যদায়িনী নাম,
(হবে) এ রণে মরণে জয়, ভয় কর কিসে। ১৪ ॥

(জয়জয়ন্তী, খেম্‌টা)

নাচিছে রক্ত খেয়ে, পড়েছে বক্ত্র বেয়ে,
কালী সে শক্ত মেয়ে, কাল-ভুজঙ্গিনী।—
কাল-ভুজঙ্গিনী, ডাকিনী-সঙ্গিনী, কে রণ-রঙ্গিণী, শ্যামা উলঙ্গিনী।
(করে) সমরে ছুটাছুটি, ঈশানের বুকে উঠি,
পাষাণের পাগল বেটী, শ্মশান-চারিণী।
(আর) রণে নাই নিস্তার, বদন বিস্তার,
গ্রাসিছে বিস্তর, কৃপাণ-হস্তিনী ;—
(ওই) এল রে ধেয়ে ধেয়ে, বরাভয় করে লয়ে,
সরোজে সদয় হয়ে, দে মা চরণ-দুখানি। ১৫ ॥

(ঝংলা আলেয়া, খয়রা)

ঝন্ ঝন্ ঝনা বাজিছে বাজনা, নগনা শ্যামা রঙ্গে নাচে।
হাসিছে নাশিছে, গ্রাসিছে ত্রাসিছে, ভাসিছে রণ-তরঙ্গ মাঝে ; ঝন্।
ঘন-ঘটা-ছটা ঘোর গরজে, পাড়িছে প্রলয় দনুজ-সমাজে,
শয়িত শম্ভু চরণাম্বুজে, রুধির-ধারা শ্রীঅঙ্গে সাজে ; ঝন্ ॥
বিস্ময়-ভয়ে বিশ্ব চকিত, সুরাসুরনর সবে শঙ্কিত,
অধীরা ধরণী রুধিরাঙ্কিত, এস মা সরোজ-হৃদয় মাঝে ; ঝন্। ১৬ ॥

(রামপ্রসাদী সুর)

ভয় ভাবনা সব গিয়েছে ; ভবভয়-হারিণী ভার লয়েছে।
(আমি) অজ্ঞান অপোগণ্ড ব'লে এক্‌সিকিউট্রিক্‌স্‌ মা হয়েছে ;
(তাহে) সদাশিব সদর ম্যানেজার, খাস্‌ গদিতে ব'সে গেছে ॥
(এক্‌খান) কৃষ্ণনামের ফাষ্টবুক্‌ মা আমায় কিনে দিয়েছে ;
(ও তার) গোড়ার পাতে খোদের কথা (I am) 'আই য়্যাম্‌'
মন্ত্র লেখা আছে ॥
(বটে) গণেশদাদা সিদ্ধিদাতা, (তাতে) সিদ্ধি লাভের ভয় কি আছে ;
সে না দেয় তার বাবা দেবে, মা যখন হুকুম ডেলেছে॥
(ও মন) পিপ্‌ড়ের পাকায় মরণ আসে, আমের পাকায়
বোঁটা খসে ;
(তাই) সরোজ বলে কাঁচাই ভাল, (থাকে) কাঁচা ছেলে
মায়ের কাছে। ১৭ ॥

(ঝিঁঝিঁট, কাওয়ালি)

শ্যামা মা তোর পদে কি আছে ?—
হৃদে রেখে পঞ্চানন (কেন) পাগল হয়েছে ?
ছাড়িয়ে মস্তকদেশ, (কেন) শ্রীপদে লুটায় কেশ,
গগন ছেড়ে কত শশী, (পদনখে আসি) প্রকাশ পেয়েছে ॥
ছাড়িয়ে কবরীশোভা, (কেন) শ্রীপদে পড়িয়ে জবা,
কোটি ভানু কোথা হ'তে, (ও শ্রীপদে) উদয় হয়েছে ॥
ছাড়িয়ে মানস-হ্রদে, (কেন) শতদল ফুটেছে পদে,
নূপুরের ছলে মরাল ঝঙ্কার দিতেছে ॥
সাধে কি পদ ভালবাসি, (যাহে) সদাশিব সদা উদাসী,
ছেড়ে কৈলাস বারাণসী, (ও শিব পদে আসি) প'ড়ে রয়েছে।১৮॥

(ভৈরবী, ঝাঁপতাল জৎ)

তুমি ত জান মা সকল, আমি তোমার পাগল ছেলে ;
রাজা উজির মানি না মা তোমার কথা মনে প'লে।
যেমন চালাও তেম্নি চলি, যেমন বলাও তেম্নি বলি,
মোক্ষপদ পায়ে ঠেলি, তোমার কোলে যাব ব'লে ॥
করেছ সংসারের ওছাঁ, তবু কিন্তু মায়ের বাছা,
(জানি) মা ব'লে কাঁদিলে কালী বাবা ব'লে নিবি কোলে ॥
(তাই) ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল ভুলে, কাঁদি কেবল মা মা ব'লে,
(ভাল) দিয়েছ ত গাছে তুলে, (যেন) মই কেড়ো না নিদানকালে।১৯॥

(ভৈরবী, জৎ)

(আমার) বাপের নাম ভিখারী ভোলা, মায়ের নাম রাজরাজেশ্বরী ;
(আমি) রেতে সাজি রাজপুত্র, দিনের বেলায় দীন-ভিখারী।
আমি যেমন বাপের বেটা, আমার তুল্য আছে কেটা,
শিবের ত সার সিদ্ধিঘোঁটা, (আমি) পঞ্চরঙ্গে মেতে ফিরি ॥
আমি মা'র আদুরে ছেলে, সদাই ফিরি মায়ের কোলে,
পুজো পাঠা মুঠে গেলে, ভোগের আগে প্রসাদ মারি ॥
বৎসের পাছে গাভী যেমন, মোর পাছে মা আছে তেমন,
যখন দেখি এমন তেমন, (অম্নি) মায়ের গলা জড়িয়ে ধরি। ২০ ॥

(ঝাঁপতাল, বেতালিক)

[গ্রন্থকারের নিদারুণ পীড়ার সময়ে রচিত]

তোমার ঔষধে কাজ নাই, যাও হে বৈদ্য ভাই,
আমি আর কি রে ডরাই, ওই দ্যাখ্ মা আমার শিওরে।
তোমার কথায় ত ভুলবো না রে,—

সে যে মহাশক্তি-মায়ের শক্ত ছেলে আমি,
মায়ের কোল-ছাড়া কে করে আমারে ॥
সর্ব্বৌষধের মূল আমার মায়ের পদরজঃ,
(তুমি) বিষয়-মদে মত্ত, সে তত্ত্ব কি বোঝো রে ভাই ;—
(বল) বৈদ্যের কিবা হাত, স্বয়ং বৈদ্যনাথ
মায়ের চরণতলে প'ড়ে শবাকারে ॥
(তোমার) বক্ষে নাই দয়া চক্ষে নাই চর্ম্ম,
তুমি কি বুঝিবে আমার মায়ের মর্ম্ম,
(কর) বিপদে ভর্ৎসনা, এই কি তোমার কর্ম্ম,
আমার মর্ম্মকথা শুন কই রে ;—
অদ্য বা শতাব্দে যা হ'বে নিশ্চয়,
সে মরণে আমার আছে কিবা ভয়, রে ভাই ;—
আমি মায়ের ছেলে, ইহ-পরকালে,
মা আমায় বাঁচা'বে, তুমি যাও ফিরে। ২১ ॥

(বিভাস, ঢিমে তেতালা, মধুকানের সুর)

(আমায়) সাধে কি লোক পাগল বলে।
মা আমার পাগলের জায়া, (আমি) পাগলিনীর পাগল ছেলে।
সিদ্ধিতে পাগল পিতা, স্বয়ং সিদ্ধেশ্বরী মাতা,
(আর) কি ক'বো পাগলের কথা, (প'ড়ে) পিতা মায়ের চরণতলে ॥
জনমিয়ে যে অবধি দেখ্‌লাম মায়ের মুখ,
সে দিন অবধি পাগল, (আমার) নাই আর দুখ সুখ ;
(সদাই) মা আমায় আনন্দে নাচায়, কভু মারে কভু বাঁচায়,
(আমার) জীবন মরণ মায়ের ইচ্ছায়, (এবার) পাগল ব'লে ছোঁয়
না কালে। ২২ ॥

(ভৈরব, একতালা)

ও বেটি, তুই ত বড় মজার মেয়ে ;—

(ভাল) কেড়ে নিলি ভুঁজো ভোগা দিয়ে।

(একটা) কায়া দিয়ে এনে এ মায়া-বাজারে, জায়া-সুত-ধনে ভুলাইয়ে,

(আমার) সাধনের ধন, ও রাঙ্গা চরণ, কোথা নিলি বল্ লুকাইয়ে॥

(এখন) ভব-অন্ধকারে একা পেয়ে মোরে,

পাঁচ্‌টা ভূতে নিলে নাগাল পেয়ে ;—

(করে) ছয়টা বাঘে তাড়া, প্রাণটা খাঁচা-ছাড়া,

প্রাণ বাঁচা মা শ্যামা সাড়া দিয়ে॥

কয়েছিলি কত ক'রে নলপত, মায়ের মতই বটে কোলে ল'য়ে ;—

(তবে) নিদানে সরোজে, কি দোষে মা তেজে,

রৈলি চক্ষুকর্ণের মাথা খেয়ে। ২৩॥

(খাম্বাজ; একতালা)

(তারা) মরণে আমার কি ভয় বল ;

তুই যদি মা বাম, বাঁচিয়ে কি কাম,

(ভবে) আসা চাইতে আমার যাওয়াই ভাল

যার জননী তারা, মৃত্যুঞ্জয়-দারা,

মৃত্যু হবে তার, হাস্‌বে বসুন্ধরা,

লোকে বল্‌বে তারা, তিন কাল ক'রে সারা,

(এখন) কলিকালে কালী মৃত-বৎসা হ'লো॥

শাস্ত্রে আছে যুক্তি, তোর নামে মা মুক্তি,

(সে যে) মহাকালের উক্তি, কালের কি তায় শক্তি,

(কাল কি) দণ্ডে হেন ব্যক্তি, (যার) কালী-নামে ভক্তি,
(তার ত) জীবন মরণ মায়ের কোল-বদল। ২৪ ॥

(ভৈরবী, একতালা)

(মিছে) মায়াবশে বিষয়-রসে মোজো না মন মোজো না ;
মান রে প্রবোধ, কেন রে অবোধ বুঝাইলে বোঝো না।
নবদ্বার গৃহে গৃহী তুমি মন, অহরহ কর সমীর সেবন,
পবনে জীবন-ধারণ-মরণ, (হরি-) চরণ স্মরণ কর না ॥
কার বা কার্য্য কে তুমি কর্ত্তা, অহঙ্কারে বিমূঢ় আত্মা,
আধার অপাদান করণ কর্ত্তা, সেই এক তাঁরে ভজনা ॥
কমল-কাননে মলয়-খেলা, অলি গুন্‌গুন্ সুধাধারা ঢালা,
(ও তার) রূপ রস রব পরশ গন্ধ, সেই আনন্দে মাতনা। ২৫ ॥

(ভৈরবী, জৎ)

কবে হ'ব মা শব-শিব, শ্রীপদ হৃদয়ে পা'ব ;
(পেয়ে) পরমার্থ চরিতার্থ, চরণতলে পড়ে র'ব।
স্পন্দহীন স্থির গাত্রে, প'ড়ে র'ব উর্দ্ধনেত্রে,
অবিচ্ছেদে অহোরাত্রে ত্বন্নামে তন্ময় রহিব ॥
বাহিরে ঘুমা'ব আমি, (তারা) অন্তরে জাগিবে তুমি,
আমি তুই কি তুমি আমি, ভেদাভেদ সব ভুলে যাব। ২৬ ॥

(ভৈরবী, জৎ)

[স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর উদ্দেশে]

কোথা গেছ কেমন আছ, ভুলেছ কি মনে আছে,
কি করিব কোথা যাব, দাঁড়াব আর কার কাছে।

অন্নপূর্ণা হয়ে এলে, অন্নদানে বাঁচাইলে,
নামেতে গৃহিণী ছিলে, কামে কিন্তু চেনা গেছে ॥
(আমায়) নিতান্ত নির্ব্বোধ পেয়ে, দেখ্‌ছ মজা সাজা দিয়ে,
রঙ্গময়ী তুমি মেয়ে, (এবার) রঙ্গ কি সাঙ্গ হয়েছে ॥
কত সাজে সাজা দিলে, সম্বরো ও সব লীলে,
(একবার) শম্ভু-হৃদে পদ তুলে, স্বরূপটি দেখাও সরোজে। ২৭

(বাউলে সুর)

গুরু লও আমায় সেই দেশে, গুরু লও আমায় সেই দেশে ;—
যে দেশের লোক খায় না শোয় না, কেবল কাঁদে কেবল হাসে।
যে দেশের লোক উল্‌টা বুঝে, মাঠ ছেড়ে খাস্ ভিটে চসে ;
যে দেশে নাই বর্ষা বাদল, ফসল জালায় আপন রসে ॥
যে দেশে গাছ উল্‌টা গজায়, পাতালে ডাল মূল আকাশে ;
(তার) ফলগুলা কেউ খায় না ছোঁয়না,
(কেবল) ফুলের মধু সবাই চোষে
যে দেশে নাই চন্দ্র সূর্য্য, আলো হয় ইলেক্‌ট্রিক্-গ্যাসে ;
(সে ত) নয় সামান্য, আঁধার গণ্য
(ও তোর) ব্রহ্মাগ্নি সে আলোর পাশে
যে দেশের সব নদীনালা উজান চলে থির বাতাসে ;
(তাহে) রাধা নামের বাদাম তুলে,
(কত) সাধুর ডিঙ্গে যাচ্চে ভেসে
(একটা) একসেন্ট্রিক্ (eccentric) বাতুলে বলে,
(ও মন) সেণ্টার (centre) কি তোর এই পরদেশে
(হেথা) ফুৎকারে কাল প্রাণটা লয়ে,কোঁৎকা মারে মাথায় ব’সে।২৮

বিজ্ঞাপন।

Printed by J. Banerji, Lawrence Printing Works,
3, Ramaprosad Roy Lane, Calcutta.